পশ্চিমবঙ্গ সরকার
**পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ**
জেস্‌প বিল্ডিং (দ্বিতল)
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১

নং-৯৩১৭(১৯)-আর.ডি/পি./এন.আর.ই.জি.এ/১৮এস-০৯/০৬ তাং-২৮.১২.২০০৭

প্রেরক ঃ শ্রী মানবেন্দ্র নাথ রায়, আই.এ.এস,
প্রধান সচিব

প্রাপক ঃ ১) জেলা শাসক ..................(সমস্ত জেলা)................................

২) অতিরিক্ত কর্মাধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

বিষয় ঃ **গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এন.আর.ই.জি. প্রকল্পে বৃক্ষ রোপনের জন্য চারাগাছ তৈরী সংক্রান্ত নির্দেশিকা।**

মহাশয়/মহাশয়া,

জাতীয় গ্রামীণ কর্ম সুনিশ্চিত প্রকল্পে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় চারাগাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি গ্রাম সংসদে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কমপক্ষে একটি নার্শারী তৈরী করার জন্য ইতিপূর্বে একাধিকবার নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে এই নার্শারী করার সুযোগ না থাকলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী যদি নিজেরা জমির ব্যবস্থা করে সেই জমিতে এই প্রকল্পের জন্য নার্শারী তৈরী করে, তবে সেই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি কিছুদিন যাবৎ এই দপ্তরের বিবেচনাধীন ছিল।

সবদিক বিবেচনাপূর্বক এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি না থাকলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর নিজস্ব জমিতে বা লিজ নেওয়া জমিতে নার্শারী তৈরী করলে সেই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে উৎপন্ন চারাগাছের একটি নির্দিষ্ট ভাগের মালিকানা দেওয়া হবে। এই সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশিকা নিম্নে দেওয়া হল।

১। "গ্রামপঞ্চায়েত নিজস্ব জমিতে নার্সারী"

গ্রামপঞ্চায়েত নিজের জমিতে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী দ্বারা NREGS প্রকল্পে নার্শারী চারাগাছ তৈরীর জন্য জমি এবং দ্রব্যাদি যোগান নিজে দিয়ে এবং স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর অদক্ষ শ্রমিকের (যাদের জব কার্ড আছে) মজুরি কাজে লাগিয়ে চারা তৈরী করতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদিত চারাগাছ গ্রামপঞ্চায়েতের সম্পত্তি হবে এবং এই সমস্ত চারাগাছ গ্রামপঞ্চায়েত NREGA প্রকল্পে বা অন্যভাবে বনসৃজনে ব্যবহার করবে।

(----২য় পৃষ্ঠায়)

## ২। "স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী নিজের জমিতে নার্সারী"

স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী যদি নিজের জমিতে নার্সারী করে এবং NREGS প্রকল্পে ঐ নার্শারীতে চারাগাছ তৈরী করার জন্য অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ও দ্রব্যাদির মূল্য (material) বহন করা হয় বা গ্রামপঞ্চায়েত চারাগাছ তৈরী বাবদ সমস্ত খরচ NREGS প্রকল্পের থেকে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীকে (যাদের জব কার্ড আছে) দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী NREGS প্রকল্পের অর্থে উৎপাদিত চারা গাছের শতকরা ২৫ ভাগের মালিক হবে এবং তারা সেই চারাগাছ বিক্রয় করতে পারবে। চারাগাছ গ্রামপঞ্চায়েতকে বিক্রয় করলে চারা পিছু দুই টাকা দামে ধার্য করা হবে। বাইরের কাউকে তারা যে কোন মূল্যে তা বিক্রয় করতে পারবে। বাকী ৭৫ ভাগ উৎপাদিত চারাগাছ গ্রামপঞ্চায়েতের সম্পত্তি হবে। এই চারাগাছ গ্রামপঞ্চায়েত NREGA প্রকল্পে বা অন্যভাবে বনসৃজনে ব্যবহার করবে।

## ৩। দ্রারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী/তপশিলী জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত জমি/ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পাওয়া জমি/নথিভূক্ত বর্গাদারের জমি বা ইন্দিরা আবাস যোজনা উপভোক্তাদের জমিতে নার্শারী

স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীর সবাই যদি উপরের উল্লিখিত কোন শ্রেণীভূক্ত হন এবং কোন জমি লিজ নিয়ে থাকেন সেই জমিতে বা তাদের কোন সদস্য উপরোক্ত শ্রেণীভূক্ত হন ও তার জমিতে ঐ গোষ্ঠী NREGS প্রকল্পে চারা তৈরী করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে তাদের পূর্ণ সহায়তা দেওয়া যাবে। সেইক্ষেত্রে উৎপাদিত চারাগাছগুলি ঐ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পত্তি হবে। ঐ চারাগাছগুলি সরকারী মূল্যে অর্থাৎ প্রতিটি চারা দুই টাকা মূল্যে যেকোন গ্রামপঞ্চায়েত ঐ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে NREGS-এ বনসৃজনের জন্য ক্রয় করতে পারবে। অবশ্য ঐ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যে কোন মূল্যে অন্যত্র চারাগাছ বিক্রয় করারও পূর্ণ অধিকার থাকবে।

Nursery Model Scheme যা ইতিপূর্বে এই দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছে, তার কিছু অংশ সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধিত Model Scheme/Estimate-এর একটি প্রতিলিপি পত্রের সহিত সংযুক্ত করা হল।

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব

E: Type Bengal : Bengali 2000 : **Anjali** 9317NREGA